দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 MAR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

057

ভুলে ভর্তি বোর্ডের বই

ইংরেজী বই ঃ এ দেশের কৃষকরা ড্রায়ারে গাজর শুকায়!

॥ দিলীপ দেবনাথ ॥

টেক্সট বুক বোর্ডের নিম্ন মাধ্যমিক পর্যায়ের ইংরেজী বইগুলো কিশোরদের কাছে অপাঠ্য। এগুলোর বিষয়বস্তু, পরিবেশনা পদ্ধতি ও ভাষা নিম্নমানের। শিক্ষার্থীদের কাছে এসব বই আকর্ষণহীন।

বইয়ের বিষয়বস্তু হিসেবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে রয়েছে নতুন চুলা, ড্রয়ার, স্কুলের পায়খানা, নতুন নতুন ধরনের লাঙ্গল, মেমবেন পাম্প, স্বাস্থ্যচক্র, খাদ্যচক্রসহ আরো কিছু বিষয়। সপ্তম শ্রেণীতে রয়েছে ডায়েরী, জীবন ও মৃত্যু, শিশুদের খাদ্য, পায়খানা, সৌরচুল্লী, সমবায় ফার্ম, জমি খণ্ডিতকরণের সমস্যাসহ অন্যান্য বিষয়বস্তু। অষ্টম শ্রেণীর বিষয়বস্তুতে রয়েছে জমি, সার তৈরির পদ্ধতি, উদ্ভিদ সংরক্ষণ, ঢেঁকিপাম্প তৈরি, বয়োবৃদ্ধি ও বয়ঃসন্ধি সমস্যা, কৌতুক ও কিছু গল্প।

বোর্ড এ ধরনের বিষয়বস্তু অন্তর্ভুক্ত করণের যৌক্তিকতা হিসেবে বইগুলোর মুখবন্ধে বলেছে যে জাতীয় শিক্ষাক্রম কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কৃষি শিল্প পানি স্বাস্থ্য ও খাদ্যের ওপর প্রাধান্য দান, পল্লীজীবন ও পল্লীশিশুদের প্রয়োজনের দিকে বিশেষ আলোকপাত ও শিক্ষার্থীদের পরিবেশ ও বয়ঃসন্ধি সমস্যাগুলো তুলে ধরাই তাদের

(৫-এর পৃঃ দ্রঃ)

দৈনিক বাংলা

তারিখ 14 MAR 1987
পৃষ্ঠা 1 কলাম 3

ইংরেজী বই এ দেশের

(প্রথম পৃঃ পর)

মুখ্য উদ্দেশ্য। মুখবন্ধে বোর্ড এ আশাবাদও ব্যক্ত করেছে যে বইগুলো কিশোরদের উপযোগী ও আকর্ষণীয় হয়ে উঠবে।

কিন্তু বোর্ডের এ আশা ও উদ্দেশ্য কোনটাই সফল হয়নি। কিশোররা এই বইগুলো থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। শিক্ষকরাও পড়াতে গিয়ে কোন আনন্দ খুঁজে পান না। অভিভাবকরা প্রশ্ন তুলেছেন জাতীয় শিক্ষাক্রমের বিষয়বস্তু অনুমোদনের ও সুপারিশের উপযোগিতা নিয়ে।

তারা বলছেন, ইংরেজী বইগুলোর মূল ও মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ভাষা ও ভাষারীতি শেখানো এবং সেইসঙ্গে শ্রেণীর মান অনুযায়ী জ্ঞান দান। তার মানে এই নয় যে একজন শিক্ষার্থীকে সেজন্যে ইংরেজীতে স্বাস্থ্য বিজ্ঞান ও কৃষিবিজ্ঞান পড়তে হবে। বইয়ে পরিবেশিত এসব বিষয়বস্তু যদি পড়াতেই হয় তবে তা মাতৃভাষাতেই পড়ানো হোক। অভিভাবকগণ বুঝতে পারছেন না এই বোঝাটি কেন বিদেশী একটি ভাষার ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। শুধু তাই নয়, এই বোঝাটি চেপে বসেছে শিক্ষার্থীর ঘাড়েও।

বইগুলো সম্পর্কে আরো অভিযোগ, পরিবেশিত বিষয়বস্তুগুলোর অনেক কিছুই শিক্ষার্থীদের কাছে পরিচিত নয়। পল্লীজীবন ও পল্লীশিশুদের প্রয়োজনীয়তার ওপর আলোকপাত করা হয়েছে বলে বোর্ড দাবী করলেও বাস্তবে তার প্রতিফলন ঘটেনি। এর জন্যে দায়ী হয় পুস্তকপ্রণেতাদের গ্রামীণ জীবন ও পরিবেশ সম্পর্কে অজ্ঞতা, নয় অবহেলা।

সৌরচুল্লী একটি ফ্লপ প্রজেক্ট। গ্রামে কটা সৌরচুল্লী আছে? অথচ বইয়ে এর গুণগান ও প্রয়োজনীয়তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মেমবেন পাম্প পল্লীর কজন কিশোর দেখেছে? ঢেঁকি পাম্প তৈরির জন্যে যে ১৩টি ধাপ বর্ণনা করা হয়েছে তা পড়ে এটি বানানো কি এতোই সহজ।

ষষ্ঠ শ্রেণীর বইটি নিয়ে সংক্ষেপে কিছু আলোচনা করা যাক। এতে স্বাস্থ্যচক্র ও খাদ্যচক্র দেখানো হয়েছে। অথচ বিস্তৃত কোন বর্ণনা নেই। নতুন ধরনের চুলা বানানোর কথা এ বইয়ে আছে। কিন্তু আমি পড়ে এ থেকে কিছুই বুঝতে পারিনি। বাংলাদেশের কোন অঞ্চলের কৃষকরা ড্রয়ারে গাজর শুকিয়ে রেখে পরে খায় তাও আমাদের অজানা। এছাড়া নতুন ধরনের লাঙ্গলে দেশের কজন চাষী জমি চাষ করে? অথচ বোর্ড দাবী করেছে এগুলো শুধু নাকি পল্লীকিশোরদের জন্যে খুব প্রয়োজনীয়।

সপ্তম শ্রেণীর বইয়ে রফিক তাদের ক্ষুদে ও টুকরো টুকরো জমি চাষের সমস্যা আলাপ করতে যেভাবে থানা কৃষি অফিসারের কাছে গেল এবং কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে জমির আইল ভেঙ্গে সমবায় ভিত্তিতে চাষাবাদের ব্যবস্থা করলো। তা বাস্তবের সঙ্গে কতটুকু সঙ্গতিপূর্ণ?

এত কিছু থাকতে বইটিতে ২৪ মাস বয়স পর্যন্ত শিশুর খাদ্য তালিকা নিয়ে কেন একটি অধ্যায় রচিত হলো বুঝা কঠিন। প্রথম অধ্যায়ে 'এ্যানি ফ্রাঙ্কের ডায়েরি' নামক বিখ্যাত বইটির কী আরেকটু আলোচনা প্রয়োজন ছিল না?

অষ্টম শ্রেণীর বইয়ে কৈশোর ও যৌবনের বয়ঃসন্ধির সমস্যা নিয়ে প্রায় ৬০ পৃষ্ঠা আলোচনা করা হয়েছে (গ্রামার অংশসহ) কিন্তু পুস্তক প্রনেতারা এরপরেও বোঝাতে পারেননি ম্যান অথবা চাইল্ড না হলে শিক্ষার্থীরা কি। এদের বয়সের যেসব সমস্যা নিয়ে এখানে আলোচনা হয়েছে তাতে আমার ধারণা জন্মেছে, এই বই পড়েই ছেলেমেয়েরা বরং শিখবে যে তাদের এত রকম সমস্যা আছে— যা তারা আগে জানতো না।

বিষয়বস্তুর এসব অভিনবত্ব(!) ছাড়াও বইগুলোর ভাষা সম্বন্ধে কয়েকজন অভিজ্ঞ শিক্ষক মন্তব্য করতে গিয়ে বলেছেন, বোর্ড এসব বইয়ে প্রয়োজনীয় জ্ঞানও পরিবেশন করছে না, ইংরেজী ভাষাও শেখাচ্ছে না। তারা ছাত্রছাত্রীদের 'খানসামা ইংরেজী' শেখাচ্ছে।

তারা আরও বলেছেন, সংশোধন নয়, কারিকুলাম পরিবর্তন করে জাতীয় শিক্ষার স্বার্থেই নতুন বই প্রণয়ন করা উচিত।

বোর্ডের ষষ্ঠ ও সপ্তম শ্রেণীর ইংরেজী বই দুটির লেখক এম এস হক ও জে জি মুমে। অষ্টম শ্রেণীর বইটির লেখক এম এস হক ও রায়হানা শামস। এটি সম্পাদনা করেছেন সিসটার জোন।